[redacted]

[redacted]

আমঝুপিতে মৌমাছির কামড়ে তিনজন আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি-ইসলামনগর সড়কে মৌমাছির কামড়ে তিন জন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

শনিবার সকাল ১১ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন- আমঝুপি উত্তরপাড়ার হাবিবুর রহমানের ছেলে আমিরুল ইসলাম (৪০), ফকির মোহাম্মদের ছেলে মনিরুল ইসলাম (৫০) এবং মনিরুল ইসলামের নাতি আকাশ।

স্থানীয়রা জানান, আমঝুপি-ইসলামনগর সড়কের সেচ পাম্পের পাশে ধান মাড়াইয়ের কাজ করছিলেন তারা। ধান মাড়াই শেষে বস্তা আনতে বাড়ি যাচ্ছিলেন।

এসময় রাস্তার পাশের একটি কাঠাল গাছের মৌমাছির চাক ভেঙে একদল মৌমাছি তাদের কামড় দেয়। এসময় স্থানীয় তাদের উদ্ধার করে। এদের মধ্যে আমিরুল ইসলামকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

মেহেরপুর আমঝুপিতে নারীদের মাঝে মউকের সেলাই মেশিন বিতরণ

মেহেরপুরের আমঝুপিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও জীবন-জীবিকার উন্নয়নে দরিদ্র অসহায় নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন ও সিট কাপড় বিতরণ করা হয়েছে।

দক্ষতামূলক সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণের মাধ্যমে জীবন-জীবিকার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বুধবার সকাল ১০টার দিকে মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) হলরুমে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহায়তায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মউক।

মউকের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ নাসিমা খাতুন এবং উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মোঃ আনিসুর রহমান।

অনুষ্ঠানে আমঝুপি, বারাদি ও পিরোজপুর ইউনিয়নের ২০ জন দরিদ্র ও অসহায় নারীর মাঝে সেলাই মেশিন ও সিট কাপড় বিতরণ করা হয়। প্রধান অতিথি তাদের হাতে এসব উপকরণ তুলে দেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মানবাধিকার কর্মী সাদ আহমেদ।

বক্তারা বলেন, নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী করতে এ ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এতে তারা নিজেরাই আয়-উপার্জনের মাধ্যমে পরিবারে অবদান রাখতে পারবেন এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠবেন।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে মউকের উদ্যোগে ঈদ প্যাকেজ বিতরণ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মানবাধিকার সংগঠন মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) আয়োজনে মঙ্গলবার বেলা দুইটার দিকে মউকের প্রধান কার্যালয় চত্ত্বরে এলাকার প্রায় দুইশতাধিক অসহায় নারী, পুরুষ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাঝে ঈদ প্যাকেজ বিতরণ করা হয়েছে।

ঈদ প্যাকেজে চাউল, ডাল, তেল, আলু, সেমাই, আটা, চিনি, সাবান, শ্যাম্পু সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঈদ সামগ্রী রাখা হয়। বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এসব ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেন মউকের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

মউক প্রতিবছর নিজস্ব উদ্যোগে দরিদ্র, অসহায় ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে এ ধরনের ঈদ উপহার বিতরণ করে আসছে, যা এলাকার

মানুষের জন্য আনন্দের উৎস হিসেবে বিবেচিত।

আমঝুপিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত

মেহেরপুরের আমঝুপিতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৬ উদযাপন করা হয়েছে। পারিবারিক সহিংসতা রোধ এবং সমাজে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

গতকাল রবিবার সকালে ‘পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সমাজে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ’ প্রকল্পের আওতায় মউক হলরুমে সকাল ১০টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নারী অধিকার রক্ষা, পারিবারিক নির্যাতন বন্ধ এবং সমাজে নারী- পুরুষের সমঅধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মউক নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের ফোকাল পার্সন মোছা. ফাহিমা আক্তার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, টেকসই সমাজ গঠনে নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা বন্ধ করা অপরিহার্য। বিশেষ করে গ্রামীণ পর্যায়ে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং আইনি সহায়তা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

বিশেষ অতিথি সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মুরাদ হোসেন বলেন, মউক দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুর জেলায় প্রান্তিক নারীদের ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং নারীদের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করার একটি অঙ্গীকার।

অনুষ্ঠানে সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় ৫০ জন

উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে একটি মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে অংশগ্রহণকারী নারী প্রতিনিধিরা নিজেদের অধিকার রক্ষা এবং পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে সোচ্চার হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে মউক প্রধান কার্যালয়ে তালা ভেঙে চুরি

মেহেরপুরের আমঝুপিতে অবস্থিত স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) প্রধান কার্যালয়ে তালা ভেঙে পরিকল্পিতভাবে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আজ শনিবার সকাল আটটার দিকে অফিস খোলার সময় প্রধান গেটের দুটি তালা ভাঙা দেখতে পান কর্মচারীরা। পরে অফিসে প্রবেশ করে তারা আরও তিনটি কক্ষের তালা ভাঙা দেখতে পান। কক্ষের ভেতরে রক্ষিত নগদ ৩০ হাজার টাকা, একটি ল্যাপটপ ও মূল্যবান ডকুমেন্ট চুরি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করেছে সংস্থার প্রশাসনিক বিভাগ।

বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে মেহেরপুর সদর থানায় জানানো হলে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং তদন্ত শুরু করে।
এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মো. হুমায়ুন কবীর জানান, ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং সংস্থার পক্ষ থেকে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংস্থার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, মউকের প্রধানকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং অফিসের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি করতে কিছু দুর্বৃত্ত পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের হীনচক্রান্ত করে চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে।

স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কাছে তদন্তের মাধ্যমে জড়িত ব্যক্তিদের

আমঝুপিতে ইয়ুথ ফোরাম ও ডিবেট ক্লাবের পুনর্গঠন ও বার্ষিক পরিকল্পনা সভা

মেহেরপুরের আমঝুপিতে ইয়ুথ ফোরাম ও ডিবেট ক্লাবের পুনর্গঠন, ওরিয়েন্টেশন এবং বার্ষিক পরিকল্পনা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০টার দিকে মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণ সাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মউকের নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম।

সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আমঝুপি ইউনিয়নের সহ-সভাপতি আজগর আলী মাস্টার, আমদহ ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মো. আনোয়ারুল ইসলাম এবং সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক মো. আব্দুল আলিম।

সভায় বিগত সময়ে ডিবেট ক্লাব ও ইয়ুথ ফোরামের গৃহীত কর্মসূচির ফলাফল এবং আগামীর করণীয় বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা। আলোচনায় বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ, মাদক ও শিশুবিবাহ প্রতিরোধে যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ তুলে ধরা হয় এবং একটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উক্ত সভায় ডিবেট ক্লাব ও ইয়ুথ ফোরামের প্রায় ৫০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বলেন, যুবদের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা গেলে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

[redacted]

[redacted] (AAA) [redacted] ‘[redacted]’[redacted]

‘[redacted]’ [redacted]

[redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]

[redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]

কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা নিজ নিজ এলাকায় মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করার এবং পারিবারিক সহিংসতামুক্ত একটি মডেল সমাজ গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ পুনর্গঠন সভা অনুষ্ঠিত

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধের দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে মেহেরপুরের আমঝুপিতে অনুষ্ঠিত হলো ‘কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ’ গ্রুপের পুনঃগঠন সভা। গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় এবং মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)-এর আয়োজনে মউক এর হলরুমে এই অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

আমঝুপি কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মউক-এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর আব্দুর রহিম, আমদহ ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ ইসমাইল হোসেন এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও শিক্ষক মোঃ রুহুল আমিন।

সভায় বক্তারা গ্রামীণ পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং তৃণমূল পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষ করে করোনা মহামারির পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের স্কুলবিমুখতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, এটি মোকাবিলায় পাড়ায় পাড়ায় সামাজিক নজরদারি ও তদারকি বাড়ানো অপরিহার্য।

বক্তারা আরও বলেন, “শিক্ষার মান উন্নয়নে শুধু সরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট নয়, স্থানীয় পর্যায়ের সচেতন নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।” পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছা: কাজল রেখা। সভায় স্থানীয় শিক্ষক,

সাংবাদিক ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভার দ্বিতীয় পর্বে উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে আগামী মেয়াদের জন্য আমঝুপি ও আমদহ ইউনিয়নের নতুন ‘এডুকেশন ওয়াচ কমিটি’ ঘোষণা করা হয়।

আমঝুপি ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন অধ্যাপক সাইদুর রহমান এবং সহ-সভাপতি হিসেবে আজগর আলী ও আক্তার হোসেন। আমদহ ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে কাজী রুহুল আমিন এবং সহ-সভাপতি হিসেবে আনারুল ইসলাম ও ফারুক হোসেন দায়িত্ব পেয়েছেন।

নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন যে, এই কমিটি মেহেরপুরের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনা এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে মাঠ পর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে সূর্যমুখী দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড়

প্রতিবছরের মতো এবারও সূর্যমুখীর হলুদ ফুলে ভরে উঠেছে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি (বিএডিসি) ডাল ও তৈলভিত্তিক বীজ উৎপাদন খামার। সূর্য যেদিকে হেলে পড়ে, সূর্যমুখীর ফুলগুলোও ঠিক সেদিকেই মুখ ঘুরিয়ে নেয় প্রকৃতির এই অনন্য দৃশ্য যেন তৈরি করেছে এক অপূর্ব হলুদের রাজ্য।

সবুজ মাঠের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য সূর্যমুখী ফুল মন কেড়ে নিচ্ছে দর্শনার্থীদের। এর সঙ্গে রাস্তার দুই পাশের সারি সারি নারিকেল গাছ পুরো পরিবেশকে করেছে আরও মোহনীয়। প্রজাপতির আনাগোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন দল বেঁধে আসছেন প্রকৃতিপ্রেমী ও ভ্রমণপিপাসু মানুষ। কেউ আসছেন শুধু চোখ জুড়াতে, কেউ আবার ক্যামেরাবন্দী করতে এই সৌন্দর্য।

এই প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে প্রতিদিন শত শত মানুষ ভিড় করছেন

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের পাশে অবস্থিত আমঝুপি ডাল ও তৈলভিত্তিক বীজ উৎপাদন খামারে। পাশ্ববর্তী জেলাগুলো থেকেও মাইক্রোবাস, কার ও মোটরসাইকেলে করে ছুটে আসছেন দর্শনার্থীরা।

জানা গেছে, দেশে বীজ ও ভোজ্য তেলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং স্থানীয় কৃষকদের সূর্যমুখী চাষে উৎসাহিত করতে খামার কর্তৃপক্ষ প্রতিবছরই সূর্যমুখী চাষ করে থাকে। চলতি মৌসুমে বিগত বছরের মতো এবারও সাড়ে ১৬ বিঘা জমিতে বারি সূর্যমুখী-৩ জাতের চাষ করা হয়েছে।

ফুলে ভরা এই মাঠ এখন যেন বিনোদনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ সেলফি তুলছেন, কেউ পরিবার-পরিজন নিয়ে ছবি তুলছেন। ফুল যেন কেউ নষ্ট না করে, সে জন্য খামার কর্তৃপক্ষকে আলাদা লোকবলও নিয়োগ করতে হয়েছে।

ছবি তুলতে আসা এক কলেজছাত্রী সোহাগ বলেন, এত বড় সূর্যমুখীর মাঠ একসঙ্গে আর কোথাও দেখা যায় না। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য ক্যামেরায় ধরে রাখতে বান্ধবীদের নিয়ে এসেছি।

আমঝুপি গ্রামের এক জিহাদ জানান, নিজের এলাকাতেই এত সুন্দর দৃশ্য, না দেখে থাকা যায় না। তাই পরিবার নিয়ে চলে এসেছি।

শহর ও গ্রাম থেকে ঘুরতে আসা কয়েকজন গৃহবধূ জানান, কয়েক বছর ধরেই সূর্যমুখীর মৌসুম এলেই এখানে ছবি তুলতে আসি। এখানে এলে মনটা ভরে যায়, সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

ফুলে-ফুলে ভরপুর জেলার একমাত্র এই বীজ উৎপাদন খামার এখন শুধু কৃষি কার্যক্রমেই নয়, বরং প্রকৃতিপ্রেমী মানুষের জন্য একটি আনন্দঘন ভ্রমণস্থলে পরিণত হয়েছে।